কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	৪
২।	রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য	৫-৬
৩।	নীতিমালার পরিধি	৬
৪।	উৎপাদন ভিত্তি অনুকূলে রাখার কৌশল	৭-১৬
৫।	নীতিমালা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	১৬-১৯
৬।	কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা	১৯-২১

শব্দ সংক্ষেপ

এএফআইএসসি (AFISC)	এগ্রো ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ স্কিলস কাউন্সিল
বিএবি (BAB)	বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড
বাপা (BAPA)	বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন
বিসিএসআইআর (BCSIR)	বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ
বিডা (BIDA)	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
বিএসসিআসি (BSCIC)	বাংলাদেশ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
বিএসএফআইসি (BSFIC)	বাংলাদেশ সুগার অ্যান্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন
বিএসটিআই (BSTI)	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
ডিপিডিটি (DPDT)	ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেডমার্কস
ইপিবি (EPB)	এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো
ফাউ (FAO)	ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন
জিএপি (GAP)	গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস
জিএমপি (GMP)	গুড ম্যানুফাকচারিং প্র্যাকটিস
এইচএসিসিপি (HACCP)	হ্যাজার্ড এনালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট
এইচআরডি (HRD)	হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট
আইসিটি (ICT)	ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি
আইপিআর (IPR)	ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইটস
আইএসও (ISO)	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন
এমএন্ডএ (M&A)	মারজার্স অ্যান্ড একুইজিশন
এমএসএমই (MSME)	মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্টারপ্রাইজেস
নালা (NALA)	নন-এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড এসেসম্যান্ট
এনএসসি (NSC)	ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি
এনএসডিএ (NSDA)	ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
পিসিসি (PCC)	প্রাইমারি কালেকশন সেন্টার
পিএসসি (PSC)	প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি
এসইজেড (SEZ)	স্পেশাল ইকোনমিক জোন
এসএফএমএস (SFMS)	সাসটেইনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
টিএফপি (TFP)	টোটাল ফ্যাক্টর প্রোডাকটিভিটি

অধ্যায় ১

ভূমিকা

কৃষিই বাংলাদেশের প্রাণ। দেশের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৩.৬% হলেও মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২ শতাংশ কর্মসংস্থানের যোগান আসে কৃষিখাত থেকে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প কৃষিখাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়ায় উভয়ই একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। কৃষি আমাদের বৃহত্তম জনগোষ্ঠির প্রধান পেশা এবং অধিকাংশ জানগোষ্ঠির জীবন-জীবিকার ও কর্মসংস্থানের প্রধান অবলম্বন। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বাংলাদেশের উৎপাদন খাতে প্রায় ৮.০ শতাংশ অবদান রাখে এবং দেশের অন্যান্য শিল্পের তুলনায় এ খাত উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম। দেশের উৎপাদিত কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হলে, গড়ে তোলা যাবে স্বল্পের সম্ভাবনাময় সোনার বাংলাদেশ।

কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বর্তমান সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি খাত। বাংলাদেশের কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কৌশলগত প্রধান সুবিধা হল এর কাঁচামালের বিশাল প্রাপ্যতা রয়েছে। প্রযোজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পখাত তৈরী করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন কৃষি উৎপাদনে বৈচিত্র্যায়ন ঘটবে ও কৃষি পণ্যের বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখা সম্ভব হবে। অধিকন্তু কৃষি প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে।

যদিও বাংলাদেশের কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও এ খাতের প্রধান অসুবিধাসমূহ কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি সুপরিকল্পিত নীতিমালা এবং কৌশলগত দিক নির্দেশনার অভাব রয়েছে। সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে এ খাতের প্রধান অসুবিধাগুলো হলোঃ উৎপাদনশীলতা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবলের অভাব, মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষা সুবিধার অভাব, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি অনুসরণের অভাব, পর্যাপ্ত সংরক্ষণ সুবিধা স্বল্পতা, ব্যবসা তথ্য ও বিপণন প্রবেশাধিকারের সীমিত সুযোগ, পরিচালন ব্যয়, ব্যবসাবান্ধব শুল্ক সুবিধার অভাব ইত্যাদি। কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পখাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে দেশের বৃহত্তর স্বার্থেই এ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ অতীব জরুরি। এসব বাধা দূরীকরণে দীর্ঘ মেয়াদী একটি কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালার প্রয়োজন যা বাংলাদেশে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের ধারাবাহিক বিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, সবোর্চ্চ উৎপাদন সক্ষমতা অর্জন, প্রযুক্তি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল গঠন, দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির সুযোগ বৃদ্ধি, যথাযথ গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্কৃতি চালু এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অধিকভাবে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ববাজার উপযোগী মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে উৎসাহমূলক প্রণোদনার মাধ্যমে দেশে লাভজনক টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প নিশ্চিত করতে একটি কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন অতীব জরুরি। অতএব, দেশে শিল্পোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টি বিবেচনা করে সরকার এ খাতের টেকসই বিকাশে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ প্রণয়ন করেছে।

অধ্যায়-২

রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ্য (মিশন), লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

২. রূপকল্প (ভিশন)

কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বাংলাদেশকে এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করা।

২.২ অভিলক্ষ্য (মিশন)

বাংলাদেশের কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রযুক্তি ব্যবহার ব্যবস্থাপনাগত উন্নয়ন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে ত্বরান্বিতকরণের আন্তর্জাতিক বাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং উৎপাদন অবকাঠামো নিশ্চিত করা।

২.৩ লক্ষ্য

নীতি বাস্তবায়ন সময়কালে (২০২১-২০২৬) হালাল ব্র্যান্ডের উন্নয়ন ও এর বিশ্বব্যাপী পরিচিতির উপর বিশেষ জোর দিয়ে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পকে বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক উৎপাদন এবং বিতরণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার অনন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। এ শিল্পের প্রতিযোগিতা জোরদার করতে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা (Total Factor Productivity) বৃদ্ধির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর মধ্যে রয়েছে মানবসম্পদ সৃষ্টি ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রসার, উচ্চ মূল্য সংযোজন বাজারভিত্তিক পণ্য (Niche Product) উৎপাদন ও রপ্তানি করা। উদ্যোক্তাদের আকর্ষণীয় প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান করা।

এই নীতিটির নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো হলোঃ

২.৩.১ ২০২৬ সালের মধ্যে এই খাতে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করুন;

২.৩.২ ২০২৬ সালের মধ্যে এ খাতে অতিরিক্ত ১০০,০০০ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

২.৩.৩ কৃষিজ পণ্যের অধিকতর ব্যবহার ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি করে ২০২৬ সালের মধ্যে জিডিপিতে কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অবদান বর্তমান হার থেকে তিনগুণ করা;

২.৩.৪ দেশিয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি সক্ষমতা বৃদ্ধি সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ করা এবং ২০২৬ সালের মধ্যে উক্ত প্রকল্পসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করা।

২.৪ নীতির উদ্দেশ্যঃ

এ খাতে দেশজ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের অনুঘটক হিসাবে কাজ করার লক্ষ্যে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এরূপ সামগ্রিক রূপকল্পসহ নীতিমালার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো:

২.৪.১ পণ্য উৎপাদনের সকল পর্যায়ে (যথাক্রমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিবহন ও সংরক্ষণে) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অপচয় রোদকরণ;

২.৪.২ দেশজ ও আন্তর্জাতিক উভয় সূত্রেই কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে সরকারি-বেসরকারি বিশেষ তহবিলের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন;

২.৪.৩ পণ্য ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা

২.৪.৪ পণ্য উপজাতের (বাই প্রডাক্ট) সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা; শিল্পে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং নিয়মিতভাবে প্রযুক্তিগত মনোন্নয়ন নিশ্চিত করা;

২.৪.৫ এ খাতের পূণ্য বিকাশে অবকাঠামোগত, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সহায়ক প্রাপ্তিতে নীতি সহায়তা প্রদান;

২.৪.৬ সরকারি বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টায় কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শির্পের বিকাশে সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় পণ্য ভিত্তিক উন্নয়ন করা।

২.৪.৭ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করা এবং অসুবিধাসমূহ দূরীকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

অধ্যায় ৩

৩.১ নীতিমালার পরিধি

নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলী এই নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত হবে:

৩.১.১ গ্রেডিং এবং প্যাকিংসহ ফল-মূল এবং সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.১.২ আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শস্যদানা প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.১.৩ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.১.৪ হাঁস-মুরগি, ডিম, মাংস ও মাংসজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.১.৫ মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ;

৩.১.৬ রুটি, তেলবীজ খাবার, নাস্তার খাবার, বিস্কুট, স্ন্যাকস, কোকোসহ কনফেকশনারি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নারকেল তেল পরিশোধন, যবের মন্ড, প্রোটিনজাত খাদ্য, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার, মায়ের দুধের বিকল্প খাবার, তৈরি করা খাবার ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাবার (হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে পরিবেশিত সব ধরনের প্যাকেট বিহীন খাবার);

৩.১.৭ ফল থেকে তৈরিকৃত পানীয় (ফলের জুস);

৩.১.৮ বিজ্ঞানসম্মতভাবে স্থাপিত ট্রিসু কোষ ল্যাবরেটরি, শিল্পমান পূরণের লক্ষ্যে আধুনিক গ্রীনহাউজ, নার্সারি, বীজ উৎপাদন ইউনিট;

৩.১.৯ ফুলের চাষ;

৩.১.১০ কোল্ড স্টোরেজ/কোল্ড চেইন;

৩.১.১১ রেফার ভ্যান;

৩.১.১২ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখারয় ব্যবহারের নিমিত্ত ফুড গ্রেডেড প্যাকিং, স্ক্যামিং ও বোটলিং ইউনিট;

নীতিমালার স্থায়িত্ব

সরকার কর্তৃক কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা অনুমোদন না করা পর্যন্ত বর্তমান নীতিমালাটি কার্যকর থাকবে। এ নীতিমালাটির মেয়াদ হবে গেজেট প্রকাশের তারিখ থেকে ৫ বছর। এ নীতিমালার সাথে অন্যান্য নীতি ও বিধি-বিধানের মাঝে অসঙ্গতি থাকলে এ নীতিমালার বিধান-সমূহ চূড়ান্ত মর্মে বিবেচিত হবে। তবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৮ সালে প্রণীত বাংলাদেশের খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথ নকশা (রোডম্যাপ) এ নীতিমালার সাথে যুগপৎভাবে বাস্তবায়ন যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবে। তবে এ নীতিমালা বর্ণিত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সময়ে সময়ে সংশোধন, পরিমার্জন এবং পরিবর্তন করা যাবে।

অধ্যায় ৪

উৎপাদন ভিত্তি অনুকূলে রাখার কৌশল

এ খাতকে টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব সবুজ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং এ নীতিমালার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্ন বর্ণিত ১১টি কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে:

৪.১.১ কাঁচামাল প্রাপ্যতার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

৪.১.২ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বহমুখীকরণ এবং চিহ্নিত এলাকার ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান;

৪.১.৩ খাত ভিত্তিক সংযোগ এবং সহায়তামূলক পরিষেবা বৃদ্ধি;

৪.১.৪ উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া;

৪.১.৫ আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি খাদ্য পণ্যের রপ্তানির স্থিতিশীল বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি;

৪.১.৬ মানবসম্পদ উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ;

৪.১.৭ এ খাতের অধিকতর উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ;

৪.১.৮ বর্তমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট সমূহের আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য সহায়তা করা;

৪.১.৯ দ্রুত অবকাঠামো উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;

৪.১.২০ স্থানীয় উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়া;

৪.১.১১ ব্যবসা উন্নয়ন সহায়তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করা/নিশ্চিত করা;

৪.১.১২ পরিবেশবান্ধব সবুজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ।

৪.২ কাঁচামাল প্রাপ্যতার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ

৪.২.১ বর্ণিত নীতিমালা বাস্তবায়ন প্রাক্কালে আশা করা যাচ্ছে, প্রতি বছর খাদ্য পণ্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধির গড় হার থাকবে ৮.৫ (৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা)।

৪.২.২ উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য সরকার সমন্বিত চাষাবাদের/কৃষি কাজের উপর উৎসাহ প্রদান করবে যাতে নতুন জমি উন্নয়ন, পুনঃরোপন, জমি একত্রীকরণ, পুনর্বাসন এবং উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য কাঁচা মালের সরবরাহ করা যায়;

৪.২.৩ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য শুল্ক-মুক্ত কাঁচামাল আমদানিতে উৎসাহ প্রদান যাতে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করা যায়;

৪.২.৪ প্রতি অর্থ বছরে উৎপাদকারীদের অর্থনীতিতে অবদান পর্যালোচনাপূর্বক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামাল ও প্যাকিং উপকরণের উপর প্রদেয় বর্তমান উচ্চ আমদানি শুল্ক এবং কিছু কিছু পণ্যের উপর প্রদেয় রেগুলেটরি এবং সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করা হবে। বর্ণিত শুল্কহার হ্রাসে ভোক্তাদের উপকারের জন্য তৈরিকৃত পণ্যের মূল্য যৌক্তিক হারে রাখা এবং রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের বিষয়গুলো নজর দেওয়া;

৪.২.৫ ব্যক্তি মালিকানা খাত সম্প্রসারণে এবং এখাতে ধনী দেশগুলো থেকে বিনিয়োগ আহবানে উৎসাহ প্রদান করা হবে। যাতে চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে দীর্ঘসময়ের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

৪.৩ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বহমুখিকরণ **এবং** চিহ্নিত এলাকার প্রবৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান

চিহ্নিত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিত এলাকায় কার্যক্রম বৃদ্ধি ও পণ্য বহমুখিকরণে উৎসাহ প্রদান করা হবে যেমন: সুবিধাজনক খাবার, বিশেষ করে অঞ্চলভিত্তিক খাদ্যের জন্য বর্ধনশীল উপযুক্ত/প্রকৃত বাজারের উপর নজর দিতে হবে; কার্যকর খাদ্য, খাদ্য উপকরণ; এবং হালাল খাবার।

৪.৩.১ এ শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ এবং সংশ্লিষ্ট সেবা:

(ক) উচ্চমূল্যযুক্ত খাদ্য উৎপাদনে যাওয়ার লক্ষ্যে বর্তমান প্রণোদনা এবং সুবিধা পুনঃনিরীক্ষণ;

(খ) আঞ্চলিক উৎপাদন এবং সরবরাহ সুবিধা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ। এ শিল্পের সংশ্লিষ্ট সহায়তামূলক সেবার আরও উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে উৎসাহ;

(গ) কেমিক্যাল পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারের সুবিধা, মাইক্রোবায়োলজি ও যৌগ পরীক্ষা, পুষ্টিমাত্রা এবং শনাক্তকরণ পরীক্ষা;

(ঘ) প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অডিট পরিষেবা যাতে HACCP সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করতে পারে;

(ঙ) দক্ষ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে কোল্ড চেইন সুবিধা, ওয়্যারহাউজ, প্যাকেজিং এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামালের ছোট ছোট লটে বিভক্তকরণ সুবিধাসহ একটি সমন্বিত অবকাঠামো সৃষ্টি।

৪.৪ খাতভিত্তিক সংযোগ এবং সহায়তামূলক পরিষেবা বৃদ্ধি:

সঠিক মানের কাঁচামাল সরবরাহ এবং খাদ্য প্রক্রিয়া শিল্পের প্রয়োজনে কৃষি বাজার সৃষ্টির জন্য সরকার সংযোগ শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। খাদ্য-নির্ভর শিল্পের সাথে অন্যান্য সংশিস্নষ্ট শিল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং পাশাপাশি সহায়তামূলক সেবা শক্তিশালীকরণ; খাদ্য-নির্ভরশিল্পের সাথে যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশের স্থানীয় উৎপাদনকারীদের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে তাদের তৈরি যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ গুলো খাদ্য-নির্ভর শিল্পের জন্য কাস্টমাইজড করা যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে ভোক্তাদের পছন্দ এবং তাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ উৎপাদনকারীর সাথে প্যাকেজিং শিল্পের উৎপাদনকারীর মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করতে হবে।

৪.৫ উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উৎপাদনকারীদের নিম্নোক্ত কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করা হবে:

(ক) ভোক্তাদের পরিবর্তনশীল রুচি এবং পছন্দের দিকে নজর রেখে পণ্যের মান উন্নয়নে উৎপাদনকারীরা নিজেরা অথবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় যৌথভাবে গবেষণা করবে;

(খ) নতুন পণ্য তৈরি এবং খাদ্য প্রক্রিয়ায় নতুন প্রযুক্তির উন্নয়নে উদীয়মান প্রযুক্তি যেমন: বায়োটেকনোলজি এবং নেনোটেকনোলজিইত্যাদি ব্যবহারের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে;

(গ) CFTRI -এর মতো বায়োটেকনোলজি-নির্ভর খাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়ার জন্য 'সেন্টার অব অ্যাকসিলেন্স' তৈরি করতে হবে।

৪.৫.২ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

(ক) পণ্য মূল্য ও মান উন্নয়ন এবং কম সময়ে বাজার চাহিদা নিরুপণে পণ্য এবং প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনায় সমন্বয়;

(খ) খাদ্য সংরক্ষণ এবং মোড়কীকরণ প্রযুক্তি: যে সকল খাদ্য ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় এবং যেসব খাদ্য পণ্যে প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করা হয় না সেখানে খাদ্য নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ব্যবস্থা অনুশীলন করতে হবে;

(গ) খাদ্য উপাদানের জন্য জৈব-সক্রিয় বস্তু আহরণ করতে বায়োটেকনোলজির প্রয়োগসহ নিষ্কাশন এবং বিশুদ্ধকরণ প্রযুক্তির ব্যবহার। এর প্রক্রিয়াগুলো যেমন: তাপ, গাঁজন, যান্ত্রিক সংকোচন এবং নিমজ্জনের উন্নয়ন ঘটাতে হবে;

(ঘ)কার্যকর খাদ্য এবং খাদ্য উপকরণের প্রক্রিয়াজাতকরণে কার্যকারিতা বিশ্লেষণ এবং মান নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ;

(ঙ) সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকাসহ মোট ব্যয়ের ৫০% সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নাম করা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উপর গবেষণার জন্য সরকার সহায়তা প্রদান করবে।

৪.৫.৩ মান সার্টিফিকেট/পেটেন্ট রেজিস্ট্রেশন

কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের জন্য ট্রেড মার্কস, পেটেন্ট এবং ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করতে উৎসাহ প্রদান করা হবে এবং সকল আইনগত সহায়তা ও সুরক্ষার জন্য ডিপিডিটিতে একটি পৃথক ইউনিট স্থাপন করা হবে।

৪.৫.৩.১ সরকার কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এসোসিয়েশনের মাধ্যমে এবং জেলা প্রশাসন ভালো উৎপাদন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন, আইনগত প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জানাবে।

৪.৫.৪ পণ্যের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ

কৃষি-শিল্পকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নীতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যেমন: Good Agriculture Practices (GAP), Food Safety Management System (ISO 22000), Sustainable Forest Management System (SFM, ISO 14061) অথবা সমমানের অন্যান্য আন্তর্জাতিক। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিনিয়োগ এবং ব্যয় নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং বিনিয়োগ উন্নয়ন সনদ প্রাপ্তির ৩ বছরের মধ্যে এ ধরনের আন্তর্জাতিকমান অর্জন করা বাঞ্ছনীয়।

৪.৫.৫ পরীক্ষাগার উন্নয়ন

দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটে অ্যান্টি-বায়োটিক পরীক্ষা সুবিধাসহ সাধারণ পরীক্ষার জন্য বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (BAB)কর্তৃক অনুমোদিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ ধরনের পরীক্ষাগার স্থাপনে/উন্নীতকরণে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ প্রকল্প ব্যয়ের অনধিক ৫০% বা সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অনুদান দিতে পারবে।

৪.৫.৫.২ বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান তার কোনো নির্দিষ্ট ইউনিটের জন্য পরীক্ষাগার স্থাপন/উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ৫০%বা সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অনুদান পাওয়ার যোগ্য।

৪.৫.৫.৩ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর কোর্স আহবান করছে এমন সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ (প্রচ্ছন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহসহ) BAB কর্তৃক অনুমোদিত অ্যান্টি-বায়োটিক পরীক্ষা সুবিধাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে/উন্নীতকরণের জন্য প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮০% অনুদান হিসেবে সহায়তা দিতে পারবে।

৪.৫.৫.৪ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরীক্ষাগার এবং 'সেন্টার অব অ্যাক্সিলেন্স' স্থাপনে সরকার সহায়তা প্রদান করবে। এ ধরনের পরীক্ষাগার শুধু অ্যাকাডেমিক কিংবা গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে না, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ও ব্যবহার করা হবে।

৪.৫.৫.৫ শিল্প কারখানার ভেতরে কিংবা বাইরে পরীক্ষাগার স্থাপনে সরকার সহজ শর্তে ঋণ দিতে পদক্ষেপ নেবে।

৪.৬ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি

(ক) নিরাপদ এবং গুণগত উৎকর্ষ/মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে পদক্ষেপ গ্রহণ:

১. নিরাপদ এবং গুণগত উৎকর্ষ সম্পন্ন খাদ্যের উৎপাদন, প্রস্তুতি, পরিচালনা এবং গুদামজাতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের গুণগত সনদকে বিশেষ মানসম্পন্ন হিসেবে বিশ্ব বাজারে তুলে ধরা;

২. খামার থেকে প্লেট পর্যন্ত সমগ্র সরবরাহ শৃঙ্খলে (supply chain) হালাল খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা;

৩. খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্যের গুণগত উৎকর্ষতা অনুসরণের জন্য সহায়তা করতে ওয়ান-স্টপ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;

৪. নিরাপত্তা এবং গুণগত উৎকর্ষতার প্রয়োজনীয়তা পূরণে একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান।

(খ) বাংলাদেশি খাদ্যের প্রতিযোগিতা এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ

১. বাংলাদেশি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য বিদেশে প্রচারণা/জনপ্রিয় করতে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে সাথে নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ;

২. কৃষি-নির্ভর খাদ্য পণ্য জনপ্রিয় করতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভূমিকা বৃদ্ধি করতে হবে;

৩. কৃষি-নির্ভরখাদ্য পণ্যের প্রচারণার জন্য যেসব দেশে উচ্চ পর্যায়ের বাজার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে বাংলাদেশ খাদ্য শিল্পের বিশেষজ্ঞসহ জলভ্য করা;

৪. যে সকল বিদেশি কোম্পানির শক্তিশালী মার্কেটিং নেটওয়ার্ক রয়েছে তাদের সাথে কৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরিতে/গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া;

৫. দেশীয় পণ্যের উন্নয়ন এবং বাইরে পরিচিত করে তোলার মাধ্যমে ব্র্যান্ডিং এবং পণ্য পার্থক্য করণে উৎসাহ দেওয়া। একত্রীকরণ এবং অধিগ্রহণ (M&As)-এর মাধ্যমে বিদেশের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যকে পরিচিত ব্র্যান্ড হিসেবে তুলে ধরার জন্য স্থানীয় কোম্পানিগুলোকে উৎসাহ দেওয়া; আইসিটি ব্যবহার করে বাজার তথ্যে প্রবেশের বিকাশ ঘটানো, পাশাপাশিই-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য পণ্যের ব্যবসা প্রসারে উৎসাহ দেওয়া।

৬. খাদ্য-নির্ভর শিল্পের ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়নে উৎসাহ দেওয়া যেখানে সমন্বিত পরিষেবা এবং সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ ঘটবে এবং পণ্যের মূল্য হ্রাস পাবে।

৭. স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনকারীদের প্রতিযোগিতামূলক মূল্য স্থিত রাখতে যে সকল স্থানে প্রতিযোগিতামূলক মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে বিনিয়োগ করা;

৮. আধুনিক প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি, উদ্ভাবনীমূলক মোড়কীকরণ এবং ব্র্যান্ডিং ব্যবহারে সহায়তা করতে বর্তমান সহায়তামূলক কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ;

৯. দ্রুত বিকাশমান সম্ভাবনাময় বিস্কুট এবং কনফেকশনারি পণ্যের রপ্তানি বাজার আর ও বিস্তারের জন্য বিদ্যমান সহায়তাকে শক্তিশালীকরণ।

৪.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ

৪.৭.১ সরকার দেশের ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত বিষয় হিসেবে' খাদ্য প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা' প্রবর্তন করবে;

৪.৭.২ শিল্প, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নত দেশের ইন্সটিটিউশন এবং F.A.O.-এর সহযোগিতায় বিশ্বমানের 'খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রযুক্তি ইন্সটিটিউশন' প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যেখানে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং প্রযুক্তির নানা ক্ষেত্রে বিশেষায়িত কোর্সসমূহ পরিচালনা করা হবে; পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য বিশেষায়িত দক্ষতা, টেকনিক্যাল জনশক্তি তৈরি, ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করবে।

৪.৭.৩ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষর (NSDA)-এর অধীনে সরকার এগ্রো-ফুড ISC (AFISC) প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি কোম্পানিজ অ্যাক্ট ১৯৯৪-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি' not-for-profit' প্রতিষ্ঠান। ভোকেশনাল ট্রেনিং কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সরকার থেকে AFISC কে ফান্ড দেওয়া হবে। এর সাহায্যে একটি সহায়তামূলক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যেমন: নিজস্ব বা যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুণগতমানের নিশ্চয়তা প্রদান, তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

৪.৭.৪ খাদ্য মোড়কীকরণ, এর গুণগতমান পরীক্ষা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রয় এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়ে কোর্স চালু করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.৭.৫ দেশে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য সরকার বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে উন্নীতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অধিকন্তু, দক্ষতা উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনশক্তির প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন কিংবা বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেগুলোর উন্নীতকরণে সরকার স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহ করবে;

৪.৭.৬ নতুন প্রযুক্তি যেমন: পণ্য এবং প্রক্রিয়া নকশার সমন্বয়, খাদ্য সংরক্ষণ, প্যাকেজিং, এক্সট্রাকশন, পণ্য উন্নয়নে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনশক্তি তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট খাতের শিল্প এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউশনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা তৈরিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৪.৭.৭ GMP এবং HACCP বিষয়ে জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৪.৮ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

এ শিল্পের আরও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে:

৪.৮.১ খাদ্য নিরাপত্তাও পণ্যের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে বিএসটিআই- এর উপদেষ্টামূলক এবং প্রচারমূলক ভূমিকা শক্তিশালী করতে হবে। বিশেষভাবে এসএমইগুলোর মধ্যে খাদ্য সংক্রান্ত বিধিমালার প্রয়োগ শক্তিশালী করতে হবে;

৪.৮.২ সনদ প্রদানের নিমিত্ত বিএসটিআই এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফি যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে;

৪.৮.৩ সংশ্লিষ্ট শিল্পখাতে খাদ্য নিরাপত্তা সনদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য পরীক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে;

৪.৮.৪ মূল্য-সংযোজিত পণ্যের উপর গবেষণা এবং এর উন্নয়নে BCSIR- এর ভূমিকা বাড়াতে হবে এবং পাশাপাশি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে এ খাতের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে;

৪.৮.৫ বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে একটি 'হালাল শিল্প উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হবে। উক্ত বোর্ডের ভূমিকা হবে হালাল শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রচারে ভূমিকা রাখা। প্রতিবছর যৌক্তিক ফি'র বিনিময়ে হালাল সনদ ইস্যু করা হবে।

৪.৮.৬ এ শিল্পের স্থিতিশীল উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত রোডম্যাপ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে;

৪.৮.৭ খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য পণ্যের গুণগত মানের ক্ষেত্রে সংক্রান্ত বিস্তারিত শিক্ষামূলক কার্যক্রম নেওয়ার জন্য সরকার ব্যবসা, শিল্প এবং ভোক্তা এসোসিয়েশনসমূহকে সহযোগিতা করবে;

৪.৮.৮ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্পর্কিত একটি অন-লাইন পোর্টাল প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তামূলক কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। উক্ত পোর্টাল সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, যারা এ শিল্পে বিভিন্ন পরিষেবা এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিয়ে থাকে তাদের মধ্যে তথ্য প্রবাহ অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে;

৪.৯ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা

এ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং কৃষকদের সাথে বড় ধরনের বাজার সংযোগ তৈরি করতে ঢাকায় অবস্থিত সকল উপ-খাত এসোসিয়েশনের সদস্যদের নিয়ে সরকার 'কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করবে।

৪.১০ আধুনিকীকরণ এবং বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট সম্প্রসারণ

৪.১০.১ বিশেষ করে HACCP এবং হালাল সনদের জন্য খাদ্য উৎপাদনকারীরা তাদের প্ল্যান্ট সংস্কার এবং পুনঃনকশা করবে;

৪.১০.২ সরকারি খাতে গবেষণা ইন্সটিটিউটগুলোর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে যাতে বাণিজ্যিকীকরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কার্যকরতা যাচাই করা যায়;

৪.১০.৩ বিদেশে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের বাজার উন্নয়নের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন/দূতাবাসগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করবে;

৪.১০.৪ BAPA এবংবিস্কুট অ্যাসোসিয়েশন সরকার এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের/উৎপাদনকারীদের বাজার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সরবরাহ করবে;

৪.১১ আর্থিক প্রণোদনা

এ নীতিমালার আওতায় নিম্নবর্ণিত প্রণোদনা দেওয়া যেতে পারে:

৪.১১.১ ঋণ সহায়তা

প্রকল্প ব্যয়ের ১০% ব্যাংক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে;

৪.১১.২ ভূমি রুপান্তর মূল্য

যদি সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক ভূমির প্রকৃতি পরিবর্তন করে খাদ্য-প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দেওয়া হয় তবে উক্ত শিল্পের কাজ শুরু থেকে ৫(পাঁচ) বছরের জন্য Non-Agriculture Land Assessment (NALA) ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে;

৪.১১.৩ মূলধন সহায়তা

(ক) নতুন খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার প্রকল্প ব্যয়ের (যেমন: প্ল্যান্ট স্থাপন, যন্ত্রপাতি ক্রয় এবংসিভিল কাজ) ৫০% পর্যন্ত যা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ আকারে মূলধন সহায়তা দেবে;

(খ) বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণে সরকার প্রকল্প ব্যয়ের ২৫% পর্যন্ত যা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ আকারে মূলধন সহায়তা দেবে;

(গ) প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PPCs) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCCs)স্থাপনের জন্য নমনীয় ঋণ আকারে সরকার ৫০% পর্যন্ত যা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা মূলধন সহায়তা দেবে;

(ঘ) কৃষি/হর্টিকালচার/দুগ্ধজাত/মাংস জাতীয় পণ্যের কোল্ড চেইন স্থাপনের জন্য নমনীয় ঋণ আকারে সরকার ৩৫% যা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সহায়তা দেবে;

(ঙ) এই নীতিমালার আওতায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট তখনই সরকারের কাছ থেকে মূলধন সহায়তা পাবে যখন সরকারের অন্য কোনো প্রকল্পের অধীনে এ ধরনের সহায়তা না পেয়ে থাকে। মূলধন সহায়তার অনুমোদন সংক্রামক পত্র পাওয়ার তারিখ থেকে এসএমই শিল্প ইউনিট ১২ (বার) মাসের মধ্যে এবং বৃহৎ শিল্প ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে।

৪.১১.৪ সুদ সহায়তা

(ক) খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিট এবং কোল্ড চেইন অবকাঠামোর জন্য যদি স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ শর্তে ঋণ গ্রহণ করা হয় তবে সরকার প্রতি বছর ৫% বা সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কোটি টাকা পর্যন্ত সুদ সহায়তা দেবে। শিল্পাচালু হওয়ার পর ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত এ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে;

(খ) প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PPCs) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCCs) এর ক্ষেত্রে যদি স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ শর্তে ঋণ গ্রহণকরা হয় তবে সরকার প্রতি বছর ৫% বা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কোটি টাকা পর্যন্ত সুদ সহায়তা দেবে। শিল্প চালু হওয়ার পর ৭ (সাত) বছর পর্যন্ত এ সুবিধা বিদ্যমান থাকবে।

৪.১১.৫ ট্যাক্স প্রণোদনা- ভ্যাট

(ক) মাইক্রো এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ থেকে ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত ১০০% ভ্যাট প্রর্ত্যপণ করা হবে;

(খ) মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ থেকে ৭(সাত) বছর পর্যন্ত ৭৫% ভ্যাট প্রর্ত্যপণ করা হবে অথবা স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগের ১০০% সমন্বয় করা হবে, এর মধ্যে যা কম হয়;

(গ) বড় শিল্পের জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ থেকে ৭(সাত) বছর পর্যন্ত ৫০% ভ্যাট প্রর্ত্যপণ করা হবে অথবা স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগের ১০০% সমন্বয় করা হবে, এর মধ্যে যা আগে হয়।

৪.১১.৬ স্ট্যাম্প ডিউটি

(ক) শিল্পে ব্যবহারে জন্য ক্রয়কৃত বা লীজকৃত জমির স্ট্যাম্প ডিউটির ৫০% অব্যাহতি দেওয়া হবে;

(খ) ছয় মাসের মধ্যে সকল প্রর্ত্যপণ সংক্রান্ত কাজ প্রক্রিয়া করতে হবে।

৪.১১.৭ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (BSCIC)-এর শিল্প পার্ক এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (SEZ))-এর ঢাকার বাইরে এবং চট্টগ্রাম শহরে কৃষি-খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত শুল্ক প্রণোদনা:

প্রণোদনার ধরন	নির্দিষ্ট খাদ্য পণ্যসমূহ	প্রস্তাবিত প্রণোদনা
এক্সাইজ ডিউটি	দুগ্ধ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্য, সবজি, বাদাম ও ফলমূল এবং বিস্কুট	শূন্য শুল্ক
	প্রক্রিয়াজাতফল-মূল এবং সবজি, সয়াবিন, মিল্ক, পানীয়, প্রাণি থেকে উৎসারিত সুগন্ধিযুক্ত দুগ্ধ	ভ্যাট ছাড়া মেরিট হারের ২% অথবা ভ্যাটসহ ৬%
	রেফ্রিজারেশনের যন্ত্রপাতি, কৃষি-খাদ্য শিল্প স্থাপনের জন্য যন্ত্রাংশসহ সকল মূলধনী যন্ত্রপাতি; কৃষিজাত, দুগ্ধজাত, মৌমাছি, উদ্যান সংক্রান্ত, হাঁস-মুরগি, মাছ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহন এবং বিস্কুটবা এ জাতীয় খাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজে শীতল সংরক্ষণাগার/গুদাম, শীতলক অথবা শীতল যানবাহন	শূন্য শুল্ক
	দুগ্ধখাতে পশুচারণ, শুষ্ক ও বাষ্পীভূত করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি	
পরিষেবা শুল্ক	মাংস, হাঁস-মুরগি, ফল-মূল, বাদাম অথবা সবজি প্রস্তুত/প্রক্রিয়াজাতকরণে যন্ত্রপাতি এবং মদ, ফলের জুস কিংবা এ ধরনের পানীয় তৈরি ও প্যাকিং করতে যন্ত্রপাতি কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রেশস্য কাটার পর গুদামে সংরক্ষণের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ অথবা মূল সিভিল কাজ স্থাপন; কোল্ড স্টোরেজসহ যান্ত্রিকীকৃত শস্য দানা হ্যান্ডলিং/পরিচালনা ব্যবস্থা, মদ জাতীয় পানীয় বাদে কৃষি পণ্যকে খাদ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণে যন্ত্রপাতি; কৃষিজাত পণ্য বোঝাই করা, নামানো, মোড়কীকরণ, সংরক্ষণ, ওয়্যার হাউজে রাখা- এসব কাজে পরিষেবা দান	৫% থেকে হ্রাস করে শূন্য করা
ইনকাম ট্যাক্স	কৃষিজাত পণ্য এবং খাদ্য সামগ্রী যেমন: চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, ভোজ্য তেল, আখের বা খেঁজুরের রসের গুড়,	শূন্য শুল্ক

	কফি, দুগ্ধ ও দুগ্ধ জাতীয় পণ্য (মদ জাতীয় পানীয় ব্যতীত) এসকল পণ্য পরিবহনে ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির পরিষেবা- প্রি-কন্ডিশনিং, প্রি-কুলিং, রাইপেনিং (পাকানো), ওয়েক্সিং (মোম মাখানো) ইত্যাদি।	
কৃষি-প্রক্রিয়াজাতকরণ পার্ক	কোল্ড চেইন (শীতলকরণ শৃঙ্খল ?) সুবিধা প্রতিষ্ঠা এবংপরিচালনা করা	ব্যয়ের ১০০% ছাড় (যদি পূর্ববর্তী বছরে কেউ বিনিয়োগ করে থাকে এবং কাজ শুরু করার পূর্বে হয় তবে উক্ত ছাড় প্রযোজ্য হবে।)
	কৃষিজাত পণ্য, মৌমাছি থেকে আহরিত মধু ও থেকে মোম সংরক্ষণের জন্য ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা	শিল্প ইউনিট চালু করার প্রথম ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ১০০% শুল্ক ছাড় এবং পরবর্তী কালে লভ্যাংশের ২৫% হারে শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে; যে সকল প্রকল্প সহজশর্তে ঋণ নিয়েছে এবং যার প্রকল্প ব্যয় সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা তাদের ক্ষেত্রে ৩০% শুল্ক ছাড়
	চিনি, ফল, সবজি, মাংস ও মাংস জাতীয় পণ্য, দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য, হাঁস-মুরগি ও সামুদ্রিক পণ্য, বিস্কুট প্যাকেজিং সংরক্ষণের/গুদামজাতকরণের জন্য ওয়্যার হাউজ সুবিধা প্রতিষ্ঠা ও চালনা করা	

৪.১১.৮ বাজারজাতকরণে সহায়তা

সরকার প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১০ (দশ)টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (MSME)কে আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত বাণিজ্য মেলায় অংশ গ্রহণের নিমিত্ত ব্যয়ের ৫০% সাবসিডি/সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে; প্রতি বছর প্রতিটি শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দ হবে ৫(পাঁচ) লাখ টাকা;

৪.১১.৯ ব্যবসা বৃদ্ধির স্বার্থে জাতীয়/আন্তর্জাতিক মেলা এবং কনফারেন্সে স্টল নির্মাণের জন্য সরকার সর্বোচ্চ ১০টি MSME কে জায়গা ভাড়া বাবদ ৫০% যার সর্বোচ্চ সীমা প্রতিটি শিল্প ইউনিটকে প্রতি বছর ২ (দুই) লাখ টাকা সাবসিডি/সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে;

৪.১১.১০ পরিবহন

সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত/তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক পরিবহন ক্রয়ের মূল্য বাবদ ৫০% যার সর্বোচ্চ সীমা ১০ (দশ) লাখ টাকা পর্যন্ত শুল্ক হ্রাস করবে।

৪.১১.১১ রপ্তানি প্রণোদনা

বাণিজ্যিক উৎপাদনের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত সরকার খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটকে পচনশীল পণ্য রপ্তানির জন্য সর্বোচ্চ হারে নগদ প্রণোদনা সরবরাহ করবে যার সর্বোচ্চ সীমা প্রতি বছর প্রতি শিল্প ইউনিটের জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) লাখ টাকা।

৪.১২ জ্বালানি সংরক্ষণ ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে প্রচার এবং পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ

জ্বালানি রক্ষায় শিল্প ইউনিটের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন কিংবা উন্নীতকরণ, শিল্প বর্জ্য থেকে বিকল্প জ্বালানি উৎপাদন/প্রবর্তন ও প্রকল্পে 3R (Reduce, Reuse & Recycle) অনুসরণ কিংবা পরিবেশগত ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসে সরকার প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেবে।

৪.১২.১ প্রণোদনা

৪.১২.১.১ সরকার মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করবে;

৪.১২.১.২ সরকার বিদ্যমান প্রকল্পের রাজস্বের/লভ্যাংশের উপর ২(দুই) বছর পর্যন্ত কর্পোরেট আয় কর মওকুফ করবে, এই কার্যক্রমের অধীনে এটি প্রযোজ্য হবে বিনিয়োগের ৫০%-এর (জমির মূল্য এবং কার্যকরী মূলধন ব্যতীত)

৪.১২.১.৩ লভ্যাংশ/রাজস্ব আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয়কর মওকুফের সময় শুরু হবে।

৪.১২.৪ প্রযুক্তিগত ও যন্ত্রপাতির উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ

যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন ও উন্নীতকরণের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে নমনীয় ঋণ সরবরাহ যেমন: উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ পূর্বক উৎপাদন লাইন উন্নীতকরণ করে অটোমেশন করা।

৪.১২.৪.১ প্রণোদনা

৪.১২.৪.২ সরকার মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করবে;

৪.১২.৪.৩ সরকার বিদ্যমান প্রকল্পের রাজস্বের/লভ্যাংশের উপর ৩(তিন) বছর পর্যমন্ত কর্পোরেট আয় কর মওকুফ করবে। এই কর্পোরেট আয় কর অব্যাহতি প্রযোজ্য হবে বিনিয়োগের ৫০%-এর উপর (জমির মূল্য এবং কার্যকরী মূলধন ব্যতীত);

৪.১২.৪.৪ অটোমেশনে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কর্পোরেট আয় কর অব্যাহতি (জমির মূল্য এবং কার্যকরী মূলধন ব্যতীত) বৃদ্ধি করে ১০০% উন্নীত করা হবে যদি বাংলাদেশের সংযোগ মূল্য মোট অটোমেশন সংযোগ মূল্যের কমপক্ষে ৩০%-এ পৌঁছায়।

৪.১২.৪.৫ লভ্যাংশ/রাজস্ব আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয় কর মওকুফের সময় শুরু হবে।

৪.১২.৫ গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উচ্চতর প্রকৌশল নকশা ব্যবহার

৪.১২.৫.১ নির্ধারিত মানদন্ড অনুসরণ করে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উচ্চতর প্রকৌশল নকশায় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন কিংবা উচ্চতর প্রকৌশল নকশার উপর/বিষয়ে এসএমই'র ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে প্রথম তিন বছরে মোট বিক্রির উপর বিনিয়োগ কিংবা ব্যয় ১%-এর কম হবে না।

৪.১২.৫.২ প্রণোদনা

৪.১২.৫.২.১ সরকার মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করবে;

৪.১২.৫.২.২ সরকার বিদ্যমান প্রকল্পের রাজস্বের/লভ্যাংশের উপর ৩(তিন) বছর পর্যন্ত কর্পোরেট আয় কর মওকুফ করবে। এই কর্পোরেট আয় কর অব্যাহতি প্রযোজ্য হবে প্রকল্প বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০%-এর উপর (জমির মূল্য এবং কার্যকরী মূলধন ব্যতীত);

৪.১২.৫.২.৩ লভ্যাংশ/রাজস্ব আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয়কর মওকুফের সময় শুরুহবে।

৪.১৩ খাদ্য সংরক্ষণে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটের বিস্তৃতি

৪.১৩.১ বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইউনিটসমূহের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এগুলোর আধুনিকীকরণ ও সংখ্যা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এতে উৎপাদন ও মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি পাবে এবং প্রকৃত পক্ষে অপচয় কমিয়ে কৃষকের আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

৪.১৩.২ প্রণোদনা

৪.১৩.২.১ মূলধনী যন্ত্রপাতির উপর আমদানি শুল্ক মওকুফ করা হবে;

৪.১৩.২.২ সরকার বিদ্যমান প্রকল্পের রাজস্বের/লভ্যাংশের উপর ৩(তিন) বছর পর্যন্ত কর্পোরেট আয়কর মওকুফ করবে। এই কর্পোরেট আয়কর অব্যাহতি প্রযোজ্য হবে প্রকল্প বিনিয়োগের সর্বোচ্চ ৫০%-এর উপর (জমির মূল্য এবং কার্যকরী মূলধন ব্যতীত);

৪.১৩.২.৩ লভ্যাংশ/রাজস্ব আহরণের তারিখ থেকে অগ্রগতি সনদ (promotion certificate) ইস্যু করার পর কর্পোরেট আয়কর মওকুফের সময় শুরু হবে।

৪.১৪ অবকাঠামো উন্নয়ন

৪.১৪.১ কৃষি-খাদ্য প্রযুক্তি পার্ক

৪.১৪.১.১ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ/বিস্তারিত অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যাতে ৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে সমুদ্র-বন্দর, বাজার এবং বিমান বন্দরের কাছাকাছি 'কৃষি-খাদ্য প্রযুক্তি পার্ক/কৃষি রপ্তানি অঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করা যায়। কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য সরকার কৃষি-খাদ্য প্রযুক্তি পার্ক অথবা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'প্রতিষ্ঠা করবে যাতে এ খাতের দ্রুত শিল্পায়ন ঘটে।

৪.১৪.২ পণ্য-নির্ভরক্লাস্টারউন্নয়ন

৪.১৪.২.১ সরকার কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের জন্য দেশের ভৌগলিক/অঞ্চল ভিত্তিক খাদ্য পণ্য উৎপাদনের সামর্থ্য যাচাই করে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টারের দিকে নজর দেবে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেমন: মানব-সম্পদ ও শ্রমশক্তির উন্নয়ন, লজিস্টিক, অবকাঠামো পরিকল্পনা এবং জনসাধারণের/সমাজ উন্নয়ন চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

(ক) সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা যেমন: কৃষি, উদ্যান বিষয়ক, পশুপালন, সেচ, শিল্প এবং বাণিজ্য 'NodalAgency'/মূলসংস্থার সাথে সমন্বয় করবে যাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মূল্য শৃঙ্খলের মধ্যে ক্লাস্টার উন্নয়ন করা যায়।

অধ্যায় ৫
নীতিমালা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

বাস্তবায়ন সময় কাঠামো

কৃষিখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ বাস্তবায়ন কাল হবে এর অনুমোদনের তারিখ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর।নীতিমালাটির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং নতুন পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে এ নীতিমালা সংশোধন করা যাবে।

৫.০ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা

৫.১ জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকি ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হবে।

৫.২ জাতীয় কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন **কাউন্সিল** গঠিত হবে শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং এর গঠন হবে নিম্নরূপঃ

১	মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৮	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
৯	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ	সদস্য
১০	সচিব, শিল্প ও শক্তি বিভাগ	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২	সচিব/নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)	সদস্য
১৩	সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	সদস্য

১৪	সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
১৬	চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন	সদস্য
১৭	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড ও টেস্টিং ইনস্টিটিউট	সদস্য
১৮	রেজিস্টার, পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস	সদস্য
১৯	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি)	সদস্য
২০	চেয়ারম্যান, শিল্প উৎপাদন ও প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
২১	চেয়ারম্যান, খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
২২	মহাপরিচালক, ইসলামী ফাউন্ডেশন	সদস্য
২৩	চেয়ারম্যান, খাদ্য প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিভাগ, স্ট্রেট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ	সদস্য
২৪	পরিচালক, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)	সদস্য
২৫	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি	সদস্য
২৬	সভাপতি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব ,কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
২৭	সভাপতি, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর এসোসিয়েশন (BAPA)	সদস্য
২৮	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য
২৯	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বাংলাদেশ	সদস্য
৩০	সভাপতি, বাংলাদেশ অটো বিস্কুট এন্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
৩১	সভাপতি, বাংলাদেশ অটো রাইচ মিলস এসোসিয়েশন	সদস্য
৩২	এগ্রো ফুট সেক্টরে ০২ (দুই) জন বিশিষ্ট শিল্পপতি (শিল্প মন্ত্রণালয় দ্বারা মনোনীত)	সদস্য
৩৩	এগ্রো ফুট সেক্টরে ০৩ (তিন) জন বিশেষজ্ঞ (BAPA/BABBMA দ্বারা মনোনীত)	সদস্য
৩৪	যুগ্মসচিব/উপসচিব শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ	সদস্য-সচিব

কাউন্সিল তার প্রয়োজনানুসারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৫.৩ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল এর দায়িত্ব

৫.৩.১ কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে এ নীতিমালার সাযুজ্য রক্ষা করে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। কাউন্সিল জাতীয় পর্যায়ে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়গুলোর মধ্যে সার্বিক সমন্বয় সাধন করবে;

৫.৩.২ কাউন্সিল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ নীতিমালার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে;

৫.৩.৩ কাউন্সিল নির্দিষ্ট সময় অন্তর 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১' পর্যালোচনা করবে এবং জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এটিকে হালনাগাদকরণে পরামর্শ প্রদান করবে;

৫.৩.৪ কাউন্সিল বছরে কমপক্ষে দুটি সভা করবে।

৫.৪ নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি

জাতীয় কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করা হবেঃ

১	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	অতিরিক্ত সচিব (নীতি, আইন ও আস), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩	অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	অতিরিক্ত সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	মহাপরিচালক বিএসটিআই	সদস্য

৯	অতিরিক্ত সচিব, ধর্ম মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)	সদস্য
১১	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)	সদস্য
১২	সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১৪	প্রতিনিধি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই)	সদস্য
১৫	সভাপতি, বাংলাদেশ এগ্রো প্রসেসর এসোসিয়েশন (BAPA)	সদস্য
১৬	সভাপতি, অটো বিস্কুট এন্ড ব্রেড ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
১৭	দুইজন বিশিষ্ট কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উদ্যোক্তা	সদস্য
১৮		সদস্য
১৯	উপসচিব (নীতি),শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য

১। কমিটি নিয়মিতভাবে নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রম মূল্যায়ন করবে ও নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশল নির্ধারণ করবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

২। কমিটি প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো সংখ্যক সদস্যকে এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

৩। কমিটি সুনির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ মতামতের প্রয়োজন হলে যে কোনও বিশেষজ্ঞকে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।

৫.৫ ওর্য়াকিং কমিটি

এ নীতিমালাটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (স্বস ও আস) এর নেতৃত্বে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ওর্য়াকিং কমিটি গঠন করা হবে

৫.৫.১ নীতিমালা প্রচার/প্রসার

১) কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প **উন্নয়নের** বিষয়টিকে গতিশীল ও জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে সরকার বছরের যে কোন একটি দিন 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ **বছর** হিসেবে ঘোষণা করেছে।

২) একটি বিস্তৃত ম্যাপিং কার্যক্রম গ্রহণ করে অন্যান্য সেক্টরের উন্নয়ন নীতিমালার সাথে 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণজনিত অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়নে জটিলতা রয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও সহায়ক ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন তা পর্যালোচনা করে সরকার কার্যকর পরিকল্পনা ও কৌশল নির্ধারণ করবে;

৩) এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করা হবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ **শিল্পের অবদান** নিশ্চিত করা হবে;

৪) শিল্প মন্ত্রণালয় এ নীতিমালা বহুল প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ **শিল্পের** তাৎপর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি অব্যাহত থাকবে;

৫) উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং সাধারণ জনগণসহ 'কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ **শিল্পের** সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ও সক্রিয় করার জন্য সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় শিল্প মন্ত্রণালয় একটি বিস্তৃত প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫.৫.২ সম্পদ সন্নিবেশকরণ

১) নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে;

২) সফলভাবে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানোর উৎস চিহ্নিত করে যথাযথ কৌশল নির্ধারণ করা হবে;

৩) সরকারি তহবিল ব্যতীত অন্যান্য উৎস যথাক্রমে উন্নয়ন অংশীদার দেশসমূহ, দাতা সংস্থা, আঞ্চলিক এবং আর্ন্তজাতিক অর্থ যোগানদাতা এবং বেসরকারি খাতের সংগঠনসমূহ ইত্যাদি থেকেও অর্থ সংকুলান করা যাবে।

৫.৫.৩ **কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২১ এর পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা**

১) কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন **নীতিমালা ২০২১** এ সন্নিবেশিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হবে;

২) এ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মূল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প উন্নয়ন পরিষদ। এ **পরিষদ** নীতিমালার বাস্তবায়ন তদারকী এবং এর প্রভাব মূল্যায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা

ক্রনং	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান
৪.২ পর্যাপ্তকাচামালেরযোগাননিশ্চিতকরা					
১	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম	৪.২.২ উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি	২০২১-২০২৫	এনপিও	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪.৫ উদ্ভাবন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরন					
২	সেন্টার অব এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা	৪.৫.১(গ) বায়োটেকনোলজি নির্ভর কৃষি খাদ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়ার জন্য 'সেন্টার অব অ্যাকসিলেন্স' প্রতিষ্ঠাকরণ	২০২১-২০২৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, শিল্প মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩	ডিপিডিটিতে একটি পৃথক সেবা ইউনিট স্থাপন	৪.৫.৩.১ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্যের ট্রেডমার্কস্, পেটেন্ট এবং ডিজাইন রেজিস্ট্রেশন করতে এবং উক্ত পণ্যের সুরক্ষার জন্য ডিপিডিটিতে একটি পৃথক সেবা ইউনিট স্থাপনকরা	২০২১-২০২২	পেটেন্ট, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস্ অধিদপ্তর	শিল্প মন্ত্রণালয়
৪	**পণ্যের মান উন্নয়নে পদক্ষেপ**	৪.৫.৪.১ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে **পদক্ষেপ** গ্রহণ	২০২১-২০২৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই ও খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪.৫.৫ পরীক্ষাগার উন্নয়ন					
৫	স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে প্রকল্প গ্রহণ	৪.৫.৫.১ দেশে কৃষিখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অ্যান্টি-বায়োটিক পরীক্ষা সুবিধাসহ সাধারণ পরীক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড (BAB) কর্তৃক অনুমোদিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে	২০২১-২০২৫	বিএসটিআই	শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড
৪.৬ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও রপ্তানি বৃদ্ধি					
৬	নিরাপদ এবং গুণগত উৎকর্ষ/ মানসম্পন্ন পণ্য	৪.৬(ক)নিরাপদ এবং গুণগত উৎকর্ষ/মানসম্পন পণ্য সরবরাহের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে	২০২১-২০২৫	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নিরাপদ

	সরবরাহের উৎস হিসেবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে প্রকল্প গ্রহণ	**পদক্ষেপ** গ্রহণ			খাদ্য কর্তৃপক্ষ ও বাপা
৭	ওয়ান-স্টপ সেন্টার প্রতিষ্ঠা	৪.৬(ক).৩ খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্যের গুণগত উৎকর্ষতা অনুসরণের জন্য সহায়তা করতে ওয়ান-স্টপ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;	২০২১-২০২২	বাপা	খাদ্য মন্ত্রণালয়
৪.৭ মানব সম্পদ উন্নয়ন শক্তিশালীকরণ					
৮	বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের উন্নয়ন	৪.৭.৫ দেশে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য সরকার বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে উন্নতকরণে **পদক্ষেপ** গ্রহণ করবে	২০২১-২০২৩	টিএমইডি	জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয়
৪.৮ প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ					
৯	বিএসটিআই- এর ভূমিকা শক্তিশালী করণ	৪.৮.১খাদ্য নিরাপত্তা ও পণ্যের গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে বিএসটিআই- এর উপদেষ্টামূলক এবং প্রচারমূলক ভূমিকা শক্তিশালী করা হবে	২০২১-২০২৩	বাংলাদেশ স্ট্যান্ডর্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন	শিল্প মন্ত্রণালয়
১০	'হালাল শিল্প উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা	৪.৮.৫ বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ-এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে একটি 'হালাল শিল্প উন্নয়ন বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হবে।	২০২১-২০২২	শিল্প মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন
১১	অন-লাইন শিল্প পোর্টাল প্রতিষ্ঠা	৪.৮.৬.২ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প সম্পর্কিত একটি অন-লাইন পোর্টাল প্রতিষ্ঠা করা হবে যাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তামূলক কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে	২০২১-২০২২	খাদ্য মন্ত্রণালয়	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
১২	**কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা**	**৪.৮.৬.৩** এ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং কৃষকদের সাথে বড় ধরনের বাজার সংযোগ তৈরি করতে সরকার 'কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করবে।	২০২১-২০২৩	শিল্প মন্ত্রণালয়	কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও ট্যারিফ কমিশন
৪.৯ বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ					
১৩	গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা	৪.৯.১ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে সহায়তা করা হবে	২০২১-২০২৫	বিসিএসআইআর	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৪.৯.২ আর্থিক প্রণোদনা					
১৪	কৃষিখাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	**৪.৯.২.২ মূলধনসহায়তা** (খ) বিদ্যমান খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প	২০২১-২০২৫	বিটাক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	শিল্প মন্ত্রণালয়

	শিল্প ইউনিট এর আধুনিকীকরণ ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প	ইউনিটের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণে সরকার নমনীয় ঋণ আকারে মূলধন সহায়তা দেবে			
১৫	কৃষি/হর্টিকালচার/ দুগ্ধজাত/মাংস জাতীয় পণ্যের কোল্ড চেইন স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ	**খ) মূলধন সহায়তা** ঘ) কৃষি/হর্টিকালচার/দুগ্ধজাত/মাংস জাতীয় পণ্যের কোল্ড চেইন স্থাপনের জন্য নমনীয় ঋণ আকারে সরকার ৩৫% যা সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত মূলধন সহায়তা দেবে	২০২১-২০২৫	শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	কৃষি মন্ত্রণালয়
১৬	প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PCCs) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCCs) স্থাপন	(গ) প্রাথমিক প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র (PCCs) এবং প্রাথমিক সরবরাহ কেন্দ্র (PCCs) স্থাপনের জন্য নমনীয় ঋণ আকারে সরকার ৫০% পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫০ কোটি টাকা মূলধন সহায়তা দেবে	২০২১-২০২৫	শিল্প মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
১৭	**কৃষি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তাকরণ প্রকল্প**	**৪.৯.২.৭ বাজারজাতকরণে সহায়তা** সরকার প্রতি বছর সর্বোচ্চ ১০ (দশ)টি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (MSME)কে আন্তর্জাতিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত ব্যয়ের ৫০% সাবসিডি/সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে	২০২১-২০২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাপা, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৮		৪.১১.৯ ব্যবসা বৃদ্ধির স্বার্থে জাতীয়/আন্তর্জাতিক মেলা এবং কনফারেন্সে স্টল নির্মাণের জন্য সরকার সর্বোচ্চ ১০টি MSME কে সাবসিডি/সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে	২০২১-২০২৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়
	৪.১১ অবকাঠামো উন্নয়ন				
২২	'কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতশিল্প প্রযুক্তি পার্ক/কৃষি 'কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প পণ্য রপ্তানি অঞ্চল'	৪.১১.১ কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের জন্য সরকার কৃষি-খাদ্য প্রযুক্তি পার্ক অথবা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করবে	২০২১-২০২৫	বিসিক	শিল্প মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়
২৩	**পণ্য-ভিত্তিক ক্লাস্টার উন্নয়ন**	৪.১১.২ সরকার কৃষি-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের জন্য দেশের ভৌগলিক/অঞ্চল ভিত্তিক খাদ্য পণ্য উৎপাদনের সামর্থ্য যাচাই করে পণ্য-নির্ভর ক্লাস্টার গঠন করবে	২০২১-২০২৫	বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন	শিল্প মন্ত্রণালয়